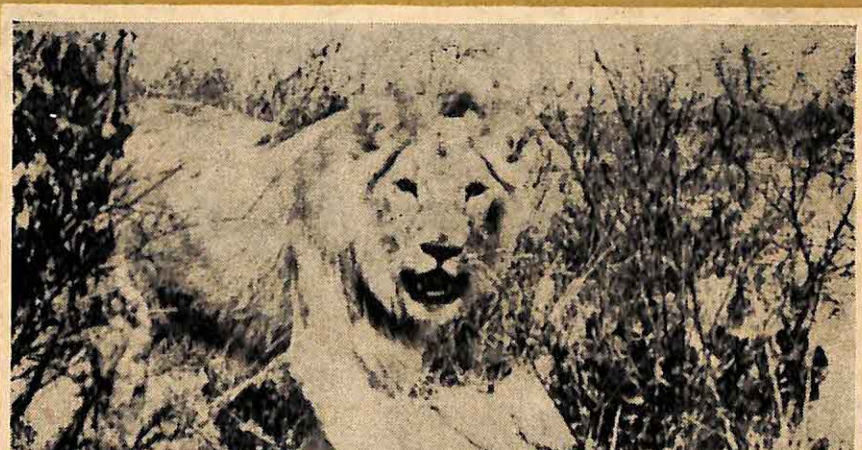
বনের রাজার বনবাস



বনের রাজার বনবাস

মূল রচনা ঃ এ্যান্টনি বার্ক/জন রেনডল

অনুবাদ ঃ জগত লাহা

পরিবেশক

এন. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১৩, কলেজ রো,

কলি-৯

A Lion Called Christian
Baner Rajar Banabas
Translation . Jagat Laha

প্রকাশক :
শান্তনু লাহা
গোন্দলপাড়া
চন্দননগর/হুগলী

মুদ্রক :
পাবলিসিটি প্রিণ্টার্স
৪৫, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা : ৯

প্রচ্ছদ : অঞ্জন চক্রবর্তী
মূল্য : দশ টাকা মাত্র

বাবলি ও মনাকে

বনের রাজার বনবাস ঃ

দুই বন্ধু একটি সিংহশাবককে কিনে পুষতে চেয়েছিল। কিন্তু সিংহ বনের রাজা। পোষ মেনেও পোষ মানতে চায় না। শেষমেশ তাকে বনেই বিসর্জন দিয়ে আসতে হল। কিন্তু পুরনো বন্ধু দু'জনকে সে ভোলেনি। তাদের সেও ভালোবেসেছিল। সম্পূর্ণ বাস্তব অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে এই আশ্চর্য রোমাঞ্চকর কাহিনীটি লিখেছেন দুই অস্ট্রেলিয়ান বন্ধু। বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই একখানিও নেই।

হায়েনার রাত্রি ঃ

আর এক বন্য জন্তু হায়েনা। সিংহ বা বাঘের তুলনায় দুর্বল, আকারেও ছোট। কিন্তু ধূর্ততায় সে কারো চেয়ে কম যায় না। কিভাবে সুকৌশলে এবং তীক্ষ্ণ শঠতায় তাকে শিকার করতে হয় তা ভাবলে অবাক লাগে। এই কাহিনীতে এক বয়স্কা হায়েনার শিকার-কাহিনীর বর্ণনা আছে—যে হায়েনাটি একটা সিংহকেও ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল। জীবন-সংগ্রামে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাকে কি প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয় তা এই কাহিনীটিতে বিবৃত হয়েছে।

বনের রাজার বনবাস

লণ্ডনে বেড়াতে এসে এক কাণ্ড হল। একদিন আমরা দু-বন্ধু হঠাৎ নেহাত খেয়ালের বশে হ্যারড কোম্পানির ডিপারট্‌মেনটাল স্টোরে ঢুকে পড়লাম।

শুনেছিলাম খদ্দের যা কিনতে চায়, হ্যারড কোম্পানির স্টোরে তা-ই পাওয়া যায়। কোনো জিনিসের ব্যাপারেই খদ্দেরকে মুখ চুন করে ফিরে আসতে হয় না। কিন্তু আমরা যখন শুনলাম যে সেখানে একটা চিড়িয়াখানাও আছে তখন আমরা সত্যিসত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

চিড়িয়াখানায় মোটামুটি সব দেশের জীবজন্তুই ছিল। চিড়িয়াখানার এক পাশে শ্যামদেশের একটা বিড়াল আর একটা বিলিতি শিকারী কুকুরের খাঁচার মাঝখানে ছিল আরো একটা খাঁচা। সেই খাঁচায় ছিল দুটো সিংহশিশু। একটা ছেলে, আর একটা মেয়ে। ভাই আর বোন।

মেয়েটা থেকে থেকেই গর্জন করছিল। খদ্দের বা দর্শকরা তা-তে বেশ মজা পাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু খানিকটা ভয়ও যে পাচ্ছিল না তা বলা যায় না।

এমনিতেই সিংহ কি সুন্দর প্রাণী! 'বনের রাজা' বলে আমরা তাদের কতো-না খাতির করি। আর এ-দুটো তো একেবারে

বাচ্চা। কাজেই আমরা খুব মজা পেয়ে গেলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম।

বোনটির চেয়ে ভাইটি আমাদের আরো জাদু করে ফেলল। সে লম্বায় একশো ষাট সেন্টিমিটারের মতো হবে। তার সারাটা গা পিঙ্গল রঙের ফুটফুট দাগকাটা লোমে ঢাকা। বোনটা যখন ছোটাছুটি করে মুখ ভেংচে দর্শকদের আনন্দ দিচ্ছে, ভাইটা তখন ছোটো ছোটো থাবা দিয়ে খাঁচার জালে আঁচড় কাটছে।

আমরা তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি, সে কিন্তু আমলই দিচ্ছে না। সে ভারি চঞ্চল আর ছটফটে। আমরা দু-বন্ধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখেই যাচ্ছি।

এক সময় জনই আগে কথা বলল। আমাকে জিগ্যেস করলো : আচ্ছা, এটা কিনে নিলে কেমন হয়?

আমিও মনে মনে ওই রকম কিছু একটা ভাবছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললাম : খুব ভালো প্রস্তাব। এর মধ্যে আমি ওর নামও ঠিক করে ফেলেছি—ক্রিশ্চিয়ান।

আমি আর জন দু'জনই অস্ট্রেলিয়ান। দুজনেই বেরিয়েছি ইউরোপ ভ্রমণে। এ-অবস্থায় একটা সিংহশাবক কেনার ব্যাপারটাই খানিকটা আজগুবি কাণ্ড বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক নয় কি?

মাত্র ছ-মাস আগে আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে সিডনী থেকে বেরিয়ে পড়েছি। ইউরোপের অন্যান্য জায়গায় আলাদা-আলাদা ভাবে ঘুরে বেড়িয়ে লণ্ডনে আবার দু-বন্ধু মিলিত হয়েছি। দুজনে স্থির করেছি চেলসিতে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে

ভাগাভাগি করে থাকব। নিজেদের চাল-চুলো বলতে কিছু নেই। হুম্ করে একটা সিংহের বাচ্চা কিনে রাখব কোথায় ?

অথচ মজা এই, ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরের সেই বিকেলে যখনই আমরা ক্রিশ্চিয়ানকে দেখি, তখনই মনে মনে ঠিক করে ফেলি যে—ওকে আমাদের চাই।

একজন সেলস্-গার্লের কাছে জানতে পারলাম, সিংহশাবকটির দাম চার হাজার পাঁচশ নিরানব্বই টাকা। আমাদের কাছে কয়েক লক্ষের চেয়েও বেশি। অতো টাকা দিয়ে ক্রিশ্চিয়ানকে কেনার আমাদের মুরোদ কোথায় ?

মেয়েটি আমাদের উপদেশ দিয়ে জানাল যে, চিড়িয়াখানা বিভাগের যিনি দায়িত্বে আছেন সেই মিঃ রয় হ্যাজলির সঙ্গে আমরা যেন কথা বলি।

আমাদের জামাকাপড় রঙচঙে নয়, দামী তো নয়ই। মেয়েটা আমাদের দশা দেখে খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছে বোধহয়। হয়তো ভরসা দিতে সে মিঃ হ্যাজলির সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শ দিল। তিনি হয়তো সদয় হয়ে আমাদের অবস্থা বুঝে একটা যা-হোক-কিছু ব্যবস্থা করবেন।

পরদিন সকালে আবার আমরা এলাম। টুইডের নতুন স্পোরটস্ কোট এবং টাই পরাতে আমাদের বেশ সম্ভ্রান্ত-সম্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল।

দু-বন্ধু মিঃ হ্যাজলির সঙ্গে দেখা করলাম। খুব ভদ্রভাবে মিঃ হ্যাজলি বললেন : দেখুন, টাকা থাকলেই একটা সিংহের বাচ্চা কিনে নেওয়া যায়—ব্যাপারটা তো তা নয়। প্রতিপালক এবং অভিভাবক হিসেবে আপনারা ক্রিশ্চিয়ানকে সত্যিসত্যিই ভালোভাবে দেখা-

শোনা করতে পারবেন—তার প্রমাণ না-দেওয়া পর্যন্ত আমরা আপনাদের কাছে ওকে বিক্রি করতে পারছি না।

কোনো জীব-জন্তু কেনার ব্যাপারে এর আগে আমাদের এরকম বিশ্রি ফ্যাসাদে কখনো পড়তে হয়নি। আর বাঘ-সিংহের মতো জন্তু আমাদের পিতৃ-পিতামহদের কেউ কখনো কিনেছেন এমন কথা কখনো শুনিনি। কাজেই আমরা ভীষণ দমে গেলাম। কিংস রোডের যে ফার্নিচারের দোকানে আমরা কাজ করি তার ওপরে আমাদের ফ্ল্যাট। আমাদের চাকরিও অস্থায়ী। ওখানে বাগান বলতেও কিছু নেই। ক্রিশ্চিয়ানকে রাখবো কোথায়?

সেদিনকার মতো আমরা ফিরে এলাম। তারপর কদিন ক্রিশচিয়ানের জন্যে একটা উপযুক্ত বাসস্থানের সন্ধানে দুই বন্ধু খুব ঘোরাঘুরি করলাম। কিন্তু হায়রানই সার, বাসার খোঁজ মিলল না।

হতাশ হয়ে শেষমেশ আমাদের কর্ম-কর্তাদের কাছেই ধর্‌না দিতে হল। ক্রিশ্চিয়ানের ব্যাপারে সব কিছুই খোলাখুলিভাবে তাঁদের জানিয়ে দিলাম। জন তাঁদের বোঝালো ঃ ফার্নিচার-শপের লাগোয়া জায়গার সামনের দিকে যদি একটা সিংহের বাচ্চাকে খাঁচার মধ্যে রেখে দেওয়া যায়, তা হলে তা ব্যবসায়িক দিক থেকে কতোখানি লাভজনক হতে পারে! তাছাড়া দোকানের নাম যখন সোফিস্‌টো-ক্যাট, তখন সিংহশাবক-পালন ব্যাপারটাও দোকানের নামের সঙ্গে বেশ মানানসই হবে।

আশ্চর্যের বিষয়, জনের যুক্তিগুলো তাঁদের মনঃপূত হলো। তাঁরা রাজী হলেন। তাঁরা জানালেন, দোকানের নিচের তলার সামনে যে জায়গাটা পড়ে আছে, সেখানে সিংহশিশুটি অবশ্যই রাখা যেতে পারে।

এছাড়া, মোরাভিয়ান চার্চের পরিচালন-কর্তৃপক্ষ রাস্তার ওপর ৩০০ ফুট উঁচু ৬০০০ বর্গমিটার জমিও ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। সেখানে ক্রিশ্চিয়ান খেলাধুলো করতে পারে, আমাদের সঙ্গে বেড়াতে পারে।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত হ্যারড কোম্পানির চাহিদামতো ব্যবস্থা করা গেল।

এ-কদিন রোজই বারবার হ্যারড কোম্পানির চিড়িয়াখানায় গিয়ে আমরা সিংহশিশু দুটির সঙ্গে খেলাধুলো করেছি। রোজ বিকেলবেলার দিকে এক ঘণ্টার জন্যে তাদের খাঁচার বাইরেও ছেড়ে দেওয়া হত।

সিংহশিশু দুটির বয়স মাত্র চার মাস। তবু কখনো কখনো ওই দামাল বাচ্চা দুটোকে সামলাতে আমাদের খুব বেগ পেতে হত। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ওদের দাঁত এবং থাবা খুব ধারালো হয়ে উঠেছে। কামড়ের ভয় না থাকলেও, ওদের আঁচড় থেকে রক্ষা পাওয়া বেশ কঠিনই ছিল। আমরা বুঝতে পারলাম, ছ-মাস বয়েস হওয়ার পর ক্রিশ্চিয়ানকে নিয়ে আমাদের অনেক অসুবিধেয় পড়তে হবে।

ক্রিশ্চিয়ান খুব তাড়াতাড়ি বাড়ছিল। অল্পদিনের মধ্যে তার আঁচড়-কামড় যে রীতিমতো ক্ষতের সৃষ্টি করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি যদি ও-রকম কোনো বিপদ বা ঝুঁকির কথা তুলি, সঙ্গে সঙ্গে জন—ওকে নিয়ে ভবিষ্যতে আমাদের যে উত্তেজনাকর অভিজ্ঞতা হবে সে-কথা তুলতে একটুও দেরি করে না।

ফলে আমাদের দুজনকেই মেনে নিতে হয় যে, যেদিনই ক্রিশ্চিয়ানের আমাদের ছেড়ে যাওয়ার বয়েস হবে, সেদিনই আমাদের

তাকে একটা ভালো আশ্রয় জোগাড় করে দিতে হবে। সে যা-তে সুখে থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

এবং তাকে আমাদের বিদায় দিতে হবে।

ক্রিশ্‌চিয়ানের নায়কোচিত আকর্ষণ

ডিসেম্বরে ১৬ তারিখে বিকেলের দিকে আমরা ক্রিশ্চিয়ানকে আনতে গেলাম।

দেখামাত্র সে আমাদের চিনতে পারল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আসতে সে একেবারেই রাজী নয়। বোনের কাছ থেকে তাকে তুলে নিতে গেলেই সে ভীষণ অসম্মতি জানায়, রাগে গজগজ করে। একজন সেলস্‌-গার্‌ল তাকে স্টোরের খাঁচার ভেতর থেকে বের করে আনল। তাকে বাঁধার দড়ি-দড়া এবং তার পথ্যতালিকা হাতে নিয়ে আমরাও সেলস্‌-গার্‌লের পিছু নিলাম। বাইরে এসে ক্রিশ্‌চিয়ানকে আমাদের গাড়ির পেছনের সিটে বসালাম। তারপর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে চেলসির উদ্দেশে গাড়ি ছোটালাম।

এক মাস খাঁচায় থাকার পর বাইরের যে বিশাল পৃথিবী ক্রিশ্চিয়ানের চোখে পড়ল তা দেখে সে হতভম্ব। ভয় পেয়ে এবং খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে গাড়ির মধ্যেই সে লাফালাফি শুরু করে দিল। কাজেই বার বারই আমাদের গাড়ি থামাতে হল। তিন কিলোমিটার পথ যেতে আমাদের সময় লাগল এক ঘণ্টা।

অবশেষে আমরা সোফিসটো-ক্যাট পৌঁছলাম।

সেখানে আমাদের আগ্রহী বন্ধুরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা ক্রিশ্‌চিয়ানকে প্রায় ভি.আই.পি-র স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন।

ক্রিশ্চিয়ানকে দোকানের ভেতর নিয়ে যাওয়া হল। ইতিমধ্যে ক্রিশ্চিয়ান অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। সে দোকানের কাঁচের ওপর থাবা বুলাতে লাগল। প্রত্যেকটা জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করতে লাগল। যারা হাত বাড়িয়ে তাকে আদর করতে চায়, কৌশলে সে তাদের এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। তার সমস্ত মনোযোগ আমাদের প্রতি। তীক্ষ্ণভাবে সে আমাদের লক্ষ্য করছিল। এখানে যাঁরা আছেন তার মধ্যে আমরা দুজনই তার কিছুটা পরিচিত। সে যে আমাদের চিনেছে তা গোপন করার চেষ্টা করল না।

সেদিনের রাত্রিটা আমরা তার সঙ্গে খেলা করেই কাটিয়ে দিলাম।

আশ্চর্য, দিন দুয়েকের ভেতর সে পুরোপুরি মানিয়ে নিল। নতুন জায়গা নতুন লোক দেখে সে এখন একেবারেই ঘাবড়ায় না। এতোদিনের সঙ্গী বোনটিকে ছেড়ে আসতে হয়েছে বলেও তাকে কোনো রকম মনস্তাপ করতে দেখা গেল না। সম্ভবত হারানো বোনের জায়গায় আমাদের দুজনকে পেয়ে সে খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছে।

সে যা হোক, তাকে যে আমরা সবাই মিলে আদর করছি, নাড়ছি-চাড়ছি. এতে সে আদৌ বিরক্ত নয়, বরং বেশ হাসি-খুশিই মনে হচ্ছিল। সে নিজেও ছোটো ছোটো থাবা দিয়ে আমাদের ঘাড়ের চারপাশে আদর করছিল, আমাদের মুখ চাটছিল।

ক্রিশ্চিয়ানের ওজন মাত্র ১৩·৫ কিলো। কিন্তু শরীরের তুলনায় তার থাবা, মাথা এবং কান অনেক বড়ো। এক নজর দেখেই

বোঝা যায়, বয়েসকালে সে কি বিশাল আর শক্তিশালী হবে।

ক্রিশ্চিয়ান্ বেশির ভাগ সময় তার চোখ দিয়েই আমাদের শাসন করত। দুটো কটা চোখ সব সময় আমাদের ওপর স্থির হয়ে থাকত। কখনো কখনো তার চোখে ফুটে উঠত একটা চ্যালেঞ্জের ভাব। অথবা এক-এক সময় সে এমন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত যেন তার দৃষ্টি কোন্ সুদূর দেশে হারিয়ে গেছে।

নিচের তলায় ক্রিশ্চিয়ানের জন্যে ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে আমরা একটা বিছানা তৈরি করেছিলাম। একটা সিংহ ভালোভাবে হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারে এরকম একটা খাটিয়াও বানিয়ে দিয়েছিলাম।

প্রত্যেকদিন সকাল আটটায় আমাদের দুজনের কেউ-না-কেউ নিচে নেমে এসে নিদ্রালু ক্রিশ্চিয়ানকে 'সুপ্রভাত' জানাতাম। পরে আমরা সিংহ-সমাজের অভিনন্দনের রীতি জানতে পারি। সিংহেরা মাথায় মাথা ঠেকিয়ে একজন আর একজনকে অভিনন্দন জানায়। তারপর থেকে আমরা মাথা নিচু করে ক্রিশ্চিয়ানকে অভিনন্দন জানানোর ভঙ্গি করতাম। এইভাবে অভিনন্দন জানাবার পর তবেই ক্রিশ্চিয়ান তার প্রাতঃরাশে মুখ লাগাত।

ক্রিশ্চিয়ানের প্রভাতী ভোজের মেনু ছিল—দুধ, তাতে কয়েক ফোঁটা ভিটামিনও দেওয়া হত। দুপুরে এবং রাত্রে তাকে খেতে দেওয়া হত আধ কিলোগ্রাম কাঁচা মাংস, একটা ডিম এবং এক চামচ মাংসের সুরুয়া।

ক্রিশ্চিয়ান ছিল ভারি আমুদে, এবং বেশ খেলুড়ে স্বভাবের। তাকে আমরা অনেক রকমের খেলনা এবং রবারের বল কিনে দিয়েছিলাম। তবে তার সবচেয়ে প্রিয় খেলনা ছিল ওয়েস্ট্-পেপার-

বাস্কেট। প্রথম-প্রথম সে টুপির মতো করে ওটা মাথায় পরত, মাথাটা পুরোপুরি ওর মধ্যে গলিয়ে দিত, শেষমেশ ভেঙ্গেচুরে তছনচ্ করে ফেলে দিত।

কিছুদিনের মধ্যে ক্রিশ্চিয়ান খেলাধুলোতেও বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠল। জানি না সে কি করে বুঝেছিল যে, আমাদের ওপর তার ঝাঁপ দেওয়া চলবে না। কিন্তু মাঝে-মধ্যেই সদর্প পদক্ষেপে আশবাবের জঙ্গল ভেদ করে আমাদের কাছে আসতে সে একটুও দ্বিধা করত না। ডেস্ক কিংবা টেবিলের আড়ালে সে এমনভাবে লুকিয়ে পড়ত যেন আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে, আমাদের সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না। তারপর হঠাৎ অতর্কিতে এসে সে এমনভাবে আক্রমণ করত যে ভয়ে আমরা নিজেদের কাঁধের দিকে তাকাতে বাধ্য হতাম—কাঁধটা কাঁধের ওপর আছে তো! এই রকম আক্রমণাত্মক অবস্থায় ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সে এমন ভাব করত যেন তার থাবাগুলো পরিষ্কার করা খুবই জরুরি। অনেক সময় কৌতুকটা আমরা মাটি করে ফেলেছি এই অপরাধে সে খুব উত্তেজিতও হয়ে পড়ত।

দোকানের ঝাড়ুদারনি ঝাড়ু দিতে এলে ক্রিশ্চিয়ান তার এবং তার ঝাড়ুর দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকত। ঝাড়ুদারনির সঙ্গে মজা করবে বলে অপেক্ষা করে থাকত। ঝাড়ুদারনি ভেতরে এলেই সে তার ঝাঁটার পেছনে ধাওয়া করত। তার বালতির ওপর চেপে বসত। তার ডাস্টারটা চুরি করার মতলবে থাকত। সুযোগ পেলেই সেটা সরিয়ে ফেলে আদ্দেকটা খেয়ে ফেলত। ঝাড়ুদারনি

তার সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করত। কিন্তু জানলা এবং দরোজার কাঁচের ওপর তার থাবার দাগগুলো দেখে খানিকটা ভয়ও যে পেত না, তা বলা যায় না।

প্রথম সপ্তাহগুলোতে ক্রিশ্‌চিয়ান বেশ ছোটো-খাটোই ছিল। সমস্তক্ষণ দোকানে খদ্দেরদের পেছনে পেছনে ঘুরঘুর করত। সে-সময় তাকে নিয়ে আমাদের কোনো দুর্ভাবনাই ছিল না। সত্যি বলতে কি, তার উপস্থিতির জন্যে কোম্পানির বিক্রি-সিক্রি বেশ খানিকটা বেড়েই গিয়েছিল। অনেক মহিলা-খদ্দের তাঁদের সন্দিগ্ধ স্বামী এবং ছেলেপুলেদের নিয়ে দেখতে আসতেন। শনিবারে গাড়িভর্তি ছেলেমেয়েরা তাকে দেখতে আসত। আমরা প্রত্যেকদিন বিকেলে ক্রিশ্‌চিয়ানকে নিয়ে চার্চের বাগানে বেড়াতে যেতাম। চারপাশে ইটের উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা ঘাসে ঢাকা বড়ো মাঠটা ছিল ক্রিশ্‌চিয়ানের খেলার জায়গা।

গাছপালা এবং ঝোপঝাড়ে সে লুকোচুরি খেলত। আমরা ফুটবলে লাথি মারা মাত্র সে বলের পেছনে পেছনে ছুটতে থাকত। ছুটতে ছুটতে বলটা ছোঁ মেরে ধরে বলের ওপরেই গড়াগড়ি যেত। সময় সময় তুষারপাত হলে সে তার ওপর স্কিড করতে ভালোবাসত। ঠাণ্ডা নিয়ে একদম মাথা ঘামাত না। ঘণ্টা খানেক থাকার পর দোকানে ফিরে আসার জন্যে ছটফট করত। সে-সময়টায় দোকানে খদ্দেরদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। তাকে দেখতে দর্শকের ভিড় জমতে থাকে। কাজেই সে কি খেলাধুলোয় অযথা সময় নষ্ট করতে পারে?

সন্ধের সময় ক্রিশ্চিয়ান দোকানের জানলার ওপর স্পটলাইটের নিচে রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে থাকত। দর্শকের কাছে সে-ই তো স্টার ছিল! তার আকর্ষণে বহু সমজদার নারী-পুরুষ এসে ভিড় করত। নতুন লোকও আসত। দোকানের সামনে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় কোনো কোনো ভদ্রলোক গাড়িটাকে একটু বামপ্ করিয়ে তাকে এক পলক দেখে নিতেন।

একদিন সামনে দিয়ে বাসে যেতে যেতে এক মা ও তার ছেলে ঝগড়া জুড়ে দিয়েছিল। ছেলে মাকে বলছিলঃ মামণি, দোকানে একটা সিংহ দেখলাম।

মা উত্তরে বললঃ বোকামো করোনা। তুমি যদি এরকম আজগুবি গপ্পো না থামাও তাহলে আমি তোমার বাপীকে বলে দেব।

প্রথম সতর্কীকরণ

ক্রিশ্চিয়ানের ব্যক্তিত্ব ছিল রীতিমতো প্রখর। তার উপস্থিতি দোকানের খদ্দের, দর্শক এবং আমাদের সকলকে সতেজ করে তুলেছিল।

ক্রিশ্চিয়ানের স্বাস্থ্যও সুন্দর। প্রকৃতিতে সে মেজাজী। কাউকে সহজে ভয় পাওয়ার পাত্র সে ছিল না। একটা সিংহশাবককে সকলের যোগ্য সম্মান দেওয়া উচিত বলেই সে মনে করত। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, সব আগে আমাদের ক্রিশ্চিয়ানের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। তার মনোভাব বুঝতে ভুল করলে চলবে না।

সে বুদ্ধিমান। অল্পদিনের মধ্যে সে শিখে ফেলল কিভাবে ঘরের দরোজা খুলতে হয়। কিভাবে চেয়ারে উঠে খাবারের কাছে পৌঁছতে হয় তাও শিখে নিল।

দোকানে একটা উঁচু সিঁড়ির ধাপের ওপর সে বসত। একটা থাবা রেলিঙের ওপর রাজকীয় ভঙ্গিতে ঝুলিয়ে দিয়ে বসে বসে সতর্ক চোখে যেন নতুন কিছু খুঁজত। কদিনের মধ্যে সে অনেকগুলো টুপি ভাঙ্গল। খদ্দেররা যদি তার দিকে না তাকিয়ে অবহেলা ভরে চলে যায়, তাহলে সে গর্জন করে ওঠে। বনের রাজপুত্রকে অবজ্ঞা করলে সে সইতে পারবে কেন ?

সত্যিই সে বীর ছিল। অকারণে ঝগড়াঝাঁটি সে ভালোবাসত না। কাউকে অনর্থক আক্রমণ করাও পছন্দ করত না। আর তার খিদেও ছিল চমৎকার। হাড়ের মজ্জা খেতে সে খুবই ভালোবাসত। কিন্তু নিজে হাড় থেকে মজ্জা বের করতে পারত না বলে আমাদেরই বের করে দিতে হত। সে মজ্জাগুলো আমাদের আঙুলের ডগা থেকে মুখে তুলে নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া বেশি পছন্দ করত।

ক্রিশ্চিয়ানের দুধে দাঁতগুলো যথেষ্ট ধারালো ছিল। মাঝে মধ্যে সে আমাদের বাহু এবং হাত সেই ধারালো দাঁত দিয়ে আলতো ভাবে কামড়ে ধরত। কিন্তু আমাদের কষ্ট না হয় বা রক্তপাত না হয় সে দিকে তার পুরো খেয়াল থাকত।

ক্রিশ্চিয়ানের নখগুলোও কম বিপদ্‌জনক ছিল না। প্রথম-প্রথম তার আঁচড়ে শরীরের অনেক জায়গায় দাগ হয়ে গিয়েছিল। অনেকগুলো জামা-কাপড় ছিড়ে-খুঁড়ে নষ্টও করেছিল সে। যখন তার ব্যবহার এরকম রুক্ষ হয়ে ওঠে, তখন আমরা তার সঙ্গে খেলাধুলো একেবারে বন্ধ করে দিতাম। বুঝতে পেরে সে নিজেকে সংযত করত এবং তীক্ষ্ণ নখগুলো গুটিয়ে নিত।

একদিন একটা প্রচণ্ড শব্দ হল। অনেকটা কাঁচের জিনিসপত্র ভাঙার শব্দ। দোকানের মাঝখানে দামী টেবিলের ওপর নানারকম জিনিস, চীনামাটির পাত্র এবং কাঁচ আর মোমবাতি ছিল ডাঁই-করা। সেই টেবিলের ওপর ক্রিশ্চিয়ান কখন লাফ মেরেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে টেবিল-সুদ্ধ সেও ধরাশায়ী।

টেবিলটা ফেটে-চটে গেল। সেটা এক মহিলাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়ছিল। তিনি এসে একদিন সেটা নিয়েও গেলেন। আমরা জানতাম না। কাজে কাজেই টেবিলের নতুন মালিকের কাছে টেলিফোনে ক্ষমা চাইলাম। ভদ্রমহিলা সব শুনে অভয় দিয়ে বললেন ঃ এই সামান্য ব্যাপারে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। দোকানে এসেছিলাম শুধু ওই সুন্দর সিংহশিশুকে দেখতে। পরে টেবিল কেনা ঠিক হয়। টেবিলে ফাটা দাগ দেখলে বরং ওই চমৎকার সিংহশিশুটির কথা মনে পড়বে। ভালোই তো।

চেলসি ফুটবল ক্লাব তো ক্রিশ্চিয়ানকে ওদের ক্লাবের প্রতীক হিসেবেই ব্যবহার করল। একদিন বিকেলে কেনসিংটন ও চেলসির এক গুরুত্বপূর্ণ খেলায় মিউনিসিপ্যালিটির মহিলা-মেয়রও যোগ দিয়েছিলেন। তিনি রাজকীয় গৌরবে ক্রিশ্চিয়ানকে দেখতে এলেন। মহিলা ক্রিশ্চিয়ানকে আদর করার জন্যে যেই ঝুঁকে পড়েছেন অমনি ক্রিশ্চিয়ান তার দুটো থাবা তাঁর মুখের সামনে মেলে ধরল। মহিলার গলার হারে ছিল সরকারি পদক। কিন্তু ক্রিশচিয়ান স্বভাবে সম্রাট। মিউনিসিপ্যাল অফিসের পদক সে গ্রাহ্য করবে কেন?

দিন দিন ক্রিশ্চিয়ান চটপট বাড়তে থাকে। সুতরাং মালিক হিসেবে আমাদের দায়িত্বও বেড়ে গেল। মাত্র আট সপ্তাহের মধ্যে তার কেশর গজিয়ে উঠল। হঠাৎই সে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সিংহের আদল পেয়ে গেল। অবিশ্যি এতোদিন সে কোনো রকম ঝামেলা পাকায়নি। কিন্তু আমরা ক্রমেই ভয় পেতে থাকি যদি সে কখনো কোনো নিরীহ খদ্দেরের ঠ্যাঙ খামচে ধরে একটা গোল বাধায়। তাই নিচের তলার ঘরে তাকে বেশ খানিকক্ষণ আটকে রাখতাম। এখনো অনেকে তাকে দেখতে আসে। কিন্তু তার আগের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তার জন্যে মাঝে মধ্যেই সে বিরক্ত হয়ে ওঠে।

যতোদিন সে দোকানে ছিল, ততোদিন তেমন কোনো বিপদ ঘটেনি। কিন্তু একদিন তার কাণ্ড দেখে আমরা বেশ খানিকটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

একদিন ক্রিশ্চিয়ান কিভাবে কোত্থেকে একটা চামড়ার বেলট্ জোগাড় করে। কিছুক্ষণ পরে ওটা নিয়ে সে উত্তেজিতভাবে নিচের তলায় দৌড় লাগায়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার পিছু নিই। গিয়ে দেখি, সে বেলট্টা চিবুচ্ছে আর মুখে চুকচুক শব্দ করছে। আমরা তার মুখ থেকে বেলট্টা যেই কেড়ে নিতে গেছি, অমনি তার কান দুটো খাড়া হ'য়ে যায়, সে হিংস্রভাবে গর্গর্ আওয়াজ করতে থাকে। ওই সময় তাকে একেবারে অচেনা একটা ভয়ঙ্কর বন্য জন্তু বলে মনে হচ্ছিল। বুঝতে পারলাম, এ অবস্থায় তাকে ঘাঁটানো বোধহয় ঠিক হবে না। বেলট্ উদ্ধারের চেষ্টা করলে সে ঠিক আমাদের কারো ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে। কাজে কাজেই আমরা সেখান থেকে

সুড়সুড় করে সরে পড়লাম। একটু দূরে দাঁড়িয়ে যেন-কিছুই-হয়নি এমনি একটা ভাব দেখিয়ে নির্ভয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে থাকলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তার উত্তেজনা এবং রাগ খানিকটা কমে এল। পরে তার সঙ্গে খেলা আরম্ভ করে দিলাম। এই ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি ঘটেনি ঠিকই। কিন্তু ভবিষ্যতে ক্রিশ্‌চিয়ানের কাছ থেকে কি ধরণের বিপদ আসতে পারে এই ঘটনায় তার খানিকটা পূর্বাভাস পাওয়া গেল।

বিনোদন ও বিশ্রাম

ক্রিশ্‌চিয়ানের আহার ও পথ্যের জন্যে এতো খরচ হতে লাগলো যে আমরা হাঁপিয়ে উঠলাম। বাধ্য হয়ে তাকে কিছুটা ব্যবসার কাজে লাগাতে বাধ্য হতে হল। এক টেলিভিশন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে তাকে সর্বপ্রথম বাচ্চাদের একটা অনুষ্ঠানে নামানো হল। সে একাই অনুষ্ঠানটা জমিয়ে দিয়েছিল। বিশেষ কিছুই তাকে করতে হয়নি। স্টুডিওর চোখ-ধাঁধানো আলোর সামনে দিশেহারা হয়ে সে যে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছিল, কাজ হয়েছিল তাতেই। টেলিভিশনের পর্দায় তাকে খুব হাসি-খুশি এবং প্রাণোচ্ছল দেখালেও তাকে আটকে রাখতে আমাদের ভীষণ বেগ পেতে হয়েছিল।

ছ-টা মুরগীছানার সঙ্গে তার ছবি তুলে খবরের কাগজে ঈস্টারের ছবির পাতায় ছাপিয়ে দেওয়া হল। ছবি তোলার সময় ভারি শান্ত ছিল সে। মুরগীছানাগুলোর সঙ্গে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছিল। আমরা মিছেই ভয় পেয়েছিলাম। কেন না, ছবি তোলার সময় কোনোরকম দুর্ঘটনাই ঘটেনি।

এরপর ফ্যাশন পত্রিকায় বিশেষ একটা রাত্রিবাসের বিজ্ঞাপনে তার সাহায্য নেওয়া হল। অবিশ্যি কাজটা তার পক্ষে খুব সোজাই ছিল। কাজটা হল—এক সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে এক বিছানায় তাকে শুধু ঘুমিয়ে থাকতে হবে। মেয়েটির মাথায় একরাশ নরম সোনালি রঙের চুল ছিল। সে সেই সুন্দর চুলের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ কি খেয়াল হতে সে মেয়েটির চুলের ওপর ঝাঁপ দেওয়ার একটা ভঙ্গি করল। মেয়েটি ভয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করল ক্রিশ্চিয়ান। তবে তার ধারালো



মুরগী ছানার সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান

াত দিয়ে মেয়েটির ছাগলের-চামড়ার চাদরে একটা গর্ত না করে ছাড়ল না। এবং চুলের বদলে একজোড়া বালিশ কেড়ে তাদের দফা রফা করে তবে শান্তি।

এইসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রিশ্চিয়ান বেশ-খানিকটা জনপ্রিয় হয়ে উঠল। তাকে নিয়ে যে সব অনুষ্ঠান হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে প্রশংসা জানিয়ে অনেকে চিঠিপত্র লিখলেন। তবে এই অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে যে কেউ কিছু লেখেন নি, তা নয়। আমেরিকার

একটি খবরের কাগজে ক্রিশ্চিয়ানকে নিয়ে একটি ফিচার ছাপা হলে এক ভদ্রমহিলা বেশ ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে একখানা চিঠি লেখেন।

"একটা বনের প্রাণীকে ওভাবে পরিশ্রম করিয়ে পরে ওর কাছ থেকে কি কিছু পাওয়ার আশা করা যায়?" মহিলা জিগ্যেস করেছেন। পরিশেষে সিদ্ধান্ত টেনে বলেছেন: "এখন ও যে-জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাতে ও একদম নষ্ট হয়ে গেছে। পরে ও খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। আপনারা যে ওর দাঁত ও নখ উপড়ে দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহই নেই। ফলে হলফ করে বলা যায়, ভবিষ্যতে কোনো চিড়িয়াখানাতেও ও জায়গা পাবে না। তার চেয়ে হতভাগ্য জীবটাকে মেরে ফেলুন, তাকে শান্তিতে ঘুমুতে দিন।"

মহিলা কোনো খবরই রাখেন না। তবু ক্রিশ্চিয়ানের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি যে ভাবে মাথা ঘামিয়েছেন তাতে ক্রিশ্চিয়ান সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তার অনেক খোরাক আছে। ছ-মাস বয়েস হল ক্রিশ্চিয়ানের। তাকে আর দোকানে রাখা মানায় না। আমরা তাকে একটা ছোটো জায়গায় পুরে রেখেছি। কিন্তু তার চাই আরো অবাধ স্বাধীনতা। নতুবা সে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারবে না। শরীরিক ও মানসিক বিকাশ থেমে থাকবে।

সুতরাং, ক-দিন ক্রিশ্চিয়ানের পুনর্বাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে আমরা শহর-গাঁয়ের বাগান এবং চিড়িয়াখানা চুঁড়ে বেড়ালাম। কিন্তু ও-সব জায়গার লোকেরা হয় খুব হিসেবী, না-হয় কম সংবেদনশীল। কেউই আমাদের আবেদন-নিবেদনে আমল

দিল না। ক্রিশ্চিয়ানের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবে ভেবে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়লাম। যখন আমরা হাল প্রায় ছেড়ে দিয়েছি তখন সম্পূর্ণ এক অবিশ্বাস্য সূত্র থেকে সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গেল।

১৯৭০-র ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো একদিন আমাদের দোকানে এলেন বিল ট্রাভার্স। 'বর্ণ ফ্রী' নামে একটি ফিল্মের নায়ক হিসেবে তখন তিনি খুব পরিচিত। ওই ফিল্মে তিনি তাঁর স্ত্রী ভার্জিনিয়া ম্যাকেনা-র সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। 'বর্ণ ফ্রি' ফিল্মের 'এলশা' নামে সিংহীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় মেশামেশি ঘটেছিল এবং আমরা ভাবলাম, বোধহয় সেইজন্যেই তিনি ক্রিশ্চিয়ানকে দেখতে এসেছেন। কিন্তু সিংহ সম্পর্কে তিনি একটা কথাও উচ্চারণ করলেন না।

এরকম সুবর্ণ সুযোগ ছাড়া যায় না। আমরা তাঁকে আমাদের সঙ্গে নিচে নামতে অনুরোধ করলাম। ডাকা মাত্র অন্ধকার জায়গাটা থেকে ক্রিশ্চিয়ান দৌড়ে এল। দৌড়ে টেবিলের উপর লাফ দিল। তার থাকার জায়গার দরোজা বন্ধ রাখতে ওই টেবিলটা ব্যবহার করা হত। তারপর ক্রিশ্চিয়ান থাবা দিয়ে এ্যাণ্টনির কাঁধটা বেড় দিয়ে ফেলল এবং জিব দিয়ে চেটে তার মুখটা ভিজিয়ে দিল।

বিল হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠলে আমরা ক্রিশ্চিয়ানকে নিয়ে আবার ওপরে উঠে গেলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সিংহ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আলোচনার সময় ক্রিশ্চিয়ান রেলিঙের ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। এলশার পৃষ্ঠপোষক বিশ্ববিখ্যাত সিংহ-বিশেষজ্ঞ জয় ও জর্জ এ্যাডামসনের সঙ্গে বিল ও ভার্জিনিয়া

একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। ক্রিশ্চিয়ানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের দুর্ভাবনা তাঁরা আঁচ করতে পারলেন।

কদিন পরে তাঁরা লণ্ডন থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে লেইথ হিলে তাঁদের বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন করলেন। রাত্রে ভোজপর্বের পর বিলের সিংহ সম্পর্কে তোলা 'সিংহেরা স্বাধীন' তথ্যচিত্রটি আমাদের দেখানো হল। 'বর্ন ফ্রি' ছবিতে যে সব সিংহ অভিনয় করেছিল পরে তাদের কি হয়েছিল, সেই বিষয় নিয়ে ছবিটি তোলা হয়েছে। চব্বিশটি সিংহকে দিয়ে ছবিটিতে কাজ করানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি সিংহকে জর্জ এ্যাডামসন অরণ্য-জীবনে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তথ্যচিত্রটিতে দেখানো হয়েছে: বিল আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ তিনটিকে পরিদর্শন করতে গেছেন এবং তিন বছর পরেও তারা তাঁকে অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে অভিবাদন জানাচ্ছে। ভার্জিনিয়া ছোটো এলশা'কে দেখতে এসেছেন, তাকে আগেই চিড়িয়াখানায় পাঠানো হয়েছিল। এই দৃশ্যের পর ছবিটি শেষ হয়েছে। মাঝখানে দু-সারি তারের বেড়ার অবরোধ: তার দু-পাশ থেকে মানুষ এবং প্রাণী পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি-সম্ভাষণ করছে—দৃশ্যটি সত্যিই খুব মর্মস্পর্শী। এই একই পরিণতি যে ক্রিশ্চিয়ানের ব্যাপারেও ঘটবে, আমাদের কাছে তা পরিষ্কার হয়ে গেল। কয়েক সপ্তাহের পর হয়তো তাকেও আমাদের ওই রকম কোনো অবস্থায় বিদায় জানাতে হবে।

ছবিটি শেষ হওয়ার পর বিলের কথা শুনে আমরা একেবারে অবাক হয়ে গেলাম, বিল বললেন: "মনে হচ্ছে, ক্রিশ্চিয়ানের

ব্যাপারে আমরা আপনাদের কিছু সাহায্য করতে পারি। জর্জ এ্যাডামসনের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ আছে। তিনি এখন আছেন কেনিয়ায়। আমরা ক্রিশ্চিয়ানকে নিয়ে এরোপ্লেনে কেনিয়ায় যেতে পারি। সেখানে সে যে জীবন চায় সেই জীবনে ফিরে যাওয়ায় আমরা তাকে সাহায্য করতে পারি।"

শুনে আমরা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম—যেন মৃত্যুদণ্ডের আদেশ থেকে আমাদের অব্যাহতি দেওয়া হল।

মুক্তির স্বাদ

আমরা শুনেছিলাম জর্জ এ্যাডামসন পোষমানা সিংহদের নিয়ে একটি কৃত্রিম গোষ্ঠী তৈরি করার পরিকল্পনা করছেন। তিনি সিংহদের সঙ্গে বসবাস করবেন, যতদিন পর্যন্ত না তারা নিজেদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে এবং আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, ততদিন তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী জুগিয়ে যাবেন। বিল ক্রিশ্চিয়ান সম্পর্কে ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। জর্জ বলেছিলেন যে তিনি গ্রেট ব্রিটেনে জন্মানো সিংহটির পুনর্বাসনের ব্যাপারে সমস্ত রকম ঝামেলা পোয়াতে রাজী আছেন।

আমাদের সামনে একটিই সমস্যা। তা হল: ক্রিশ্চিয়ান চেলসিতে তার পক্ষে একটা অস্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। জঙ্গলে থাকার সময় তাকে বাসস্থান নিয়ে সমজাতীয় প্রাণীদের সঙ্গে মারামারি, খরা এবং খেলাধুলোর অভাব—এতো-সব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। অনেকে বললেন, বন্দীদশায় জীবন কাটালে সহজাত প্রবৃত্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং তা থেকে মুক্তি

পেতে বেশ কয়েক পুরুষ কেটে যাবে। ক্রিশ্চিয়ান এখনো খুবই ছোটো। খরচ-খরচা সামলানোর জন্য বিল ক্রিশ্চিয়ানকে নিয়ে একটা তথ্যচিত্র তৈরির পরিকল্পনা করলেন এবং স্থির হল আমরা কেনিয়া যাব।

প্রচুর উত্তেজনা নিয়ে আমরা লণ্ডনে ফিরে এলাম। বিলের কাছ থেকে খবর আসতে বেশ কয়েকটি লম্বা সপ্তাহ ফুরিয়ে গেল। পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে—এরকম একটা দুঃসংবাদ শোনার ভয়ে আমরা নিজেরাও কোনোরকম খোঁজখবর নিতে সাহস পাই না। শেষ পর্যন্ত বিল টেলিফোনে তাঁর বিলম্বের কারণ জানালেন।

সিংহদের বসবাসের উপযোগী জায়গা খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে জর্জ এ্যাডামসন কিছুটা মুস্কিলে পড়েছিলেন। আগের বছর তাঁর পোষা সিংহদের একটির আক্রমণে একটি বালক আহত হয়। এই ঘটনায় সিংহদের পুনর্বাসনের প্রশ্নে গোটা কেনিয়া জুড়ে বেশ খানিকটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। শেষমেশ জর্জ তাঁর কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে সরকারি অনুমতি পেয়েছেন একটি শর্তে। শর্তটা এই যে: যে জায়গায় সিংহদের উপনিবেশ গড়ে তোলা হবে সেখানে প্রচুর জল এবং জীবজন্তু থাকা চাই। জায়গাটা শিকারের এলাকার বাইরে হওয়া চাই। এবং তার কাছে-পিঠে যেন কোনো আফ্রিকা-বাসীর আস্তানা না থাকে।

ইতিমধ্যে লণ্ডনে ক্রিশ্চিয়ানের জীবন ক্রমশ দুর্বহ হয়ে উঠেছে। এখন ক্রিশ্চিয়ানের ওজন দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ৬০ কিলো। তার এখন যথেষ্ট ব্যায়াম এবং ছুটোছুটির প্রয়োজন। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেলাম, যখন বিল এবং ভার্জিনিয়া প্রস্তাব দিলেন তাঁদের

বসতবাড়িতে খানিকটা জায়গা ঘিরে ক্রিশ্চিয়ানের থাকার ব্যবস্থা করে নিতে পারি। যতদিন না আমরা কেনিয়া যাই, ততদিন আমরা সবাই সেখানে বাস করতে পারব। সুতরাং ক্রিশ্চিয়ান চিরকালের জন্যে শহর ত্যাগ করে গেল।

১৬ হেক্টর বিস্তৃত ওক এবং বীচের বাগানের মধ্যে বিলেদের বসতবাড়ি। কুকুরগুলোকে এবং চারটি বাচ্চাকে ঘরের মধ্যে নিরাপদে রেখে ক্রিশ্চিয়ানকে বাগানে ছেড়ে দেওয়া হল। আগামী দিনে আফ্রিকায় যে মুক্তি সে লাভ করবে তার খানিকটা স্বাদ সে যেন এর থেকেই পায়। সে ঘাসের মাঠে ছুটে ছুটে বেড়াতে লাগল, কখনো ড্যাফোডিল ফুলের গন্ধ শুঁকল, আবার কখনো গাছপালার মধ্যে দিয়ে চষে বেড়াল।

ওই জায়গাটা ছিল টেনিস-কোর্টের মতোই বড়োসড়ো। সাড়ে-তিন মিটার উঁচু তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে একটা বিশাল গাছও ছিল। ক্রিশ্চিয়ান এক নিমেষে গাছটায় উঠে পড়ল। তাকে নামাতে সাহায্য করতে হল আমাদের। এছাড়া সেখানে একটা রঙচঙে ক্যারাভান-গাড়িও ছিল। ক্রিশ্চিয়ান তার মধ্যেই রাত্রিবাস করা পছন্দ করল। পরদিন সকালে ক্রিশ্চিয়ান সাদরে আমাদের অভিনন্দন জানাল। সেই সঙ্গে আশ্বস্ত হল এই ভেবে যে, তাকে ছেড়ে আমরা পালিয়ে যাই নি।

আশা করেছিলাম খুব অল্পদিনের মধ্যেই আমরা লেইথ হিল পৌঁছতে পারব। কিন্তু জর্জ তখনো সিংহদের উপনিবেশ গড়ে তোলার মতো উপযুক্ত জমির সন্ধান করে উঠতে পারেন নি। আমরা স্থির করলাম ক্রিশ্চিয়ানের পুনর্বাসনের জন্যে আপাতত আমরা

ছোটোখাটো একটা ব্যবস্থা করে ফেলব। প্রথমে আমরা গাছে একটা খড়-ভর্তি বস্তা ঝুলিয়ে দিলাম। ক্রিশ্‌চিয়ান মাটির ওপর থেকে ওই বস্তাটার ওপর খুশিমতো আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল। কীভাবে সাফল্যের সঙ্গে থাবা চালাতে হয় অল্পদিনেই তা সে শিখে গেল। সেই সঙ্গে তার পেশীগুলোও বেশ সবল হয়ে উঠতে লাগল। বনে সিংহেরা সাধারণত রাত্রিবেলায় শিকার করে থাকে এবং তাদের নানা ধরনের খাদ্যে অভ্যস্ত হতে হয়। সুতরাং এখন থেকে ক্রিশ্‌চিয়ানকেও তার প্রধান খাদ্যের জন্যে সন্ধে অব্‌দি অপেক্ষা করতে হয়। সে খায় কাঁচা মাংস, শুকনো মাংস, গাজর, গোরুর যকৃৎ। কখনো কখনো তাকে গোরুর মাথা বা পেটের অংশবিশেষও খেতে দেওয়া হয়। এসব আমরা গোপনে এক কশাইয়ের কাছ থেকে কিনে আনি।

অবিরাম ব্যায়াম এবং শারীরিক কসরতে ক্রিশ্‌চিয়ানের শরীর বেশ ভরাট হয়ে উঠল। তার ঘাড়ের আংশিক কালো কেশরগুলো এখন অনেকখানি বেড়ে উঠেছে। তার গায়ের ঘন নরম এবং রঙিন লোমগুলোও ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠেছে। তার জিভটা এখন এতো কর্কশ হয়ে উঠেছে যে সে যখন আমাদের মুখ চাটতে থাকে তখন সেখান থেকে রক্ত বের হওয়ার উপক্রম হয়। তার দুধে দাঁত পড়ে গেছে। এখন সে বিলের দামী গাছগাছড়ায় নতুন গজানো দাঁত চালিয়ে তাদের ধার পরীক্ষা করে।

এইভাবে আরো কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। আমরা একটা ক্রেট কিনে নিয়ে এসে তার মধ্যে ক্রিশ্‌চিয়ানকে রেখে তাকে ক্রেটের ভেতরকার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী করে

তুলতে পরীক্ষা শুরু করে দিলাম। কারণ, উড়োজাহাজে তাকে এইভাবেই তো কেনিয়া পর্যন্ত যেতে হবে! ক্রেটটা এতো বড়ো ছিল যে তার মধ্যে সোজা হয়ে বসতে বা পাশ ফিরে শুতে তার কোনো অসুবিধে হবে না। প্রত্যেকদিন আমরা কিছু সময়ের জন্যে তাকে ওর মধ্যে রেখে ঢাকনাগুলো বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু কয়েকদিন পরে ওর মধ্যে তাকে আর আঁটানো গেল না। আবার নতুন করে একটা ক্রেট কিনতে হল।

১৯৭০ সালের ১২ আগস্ট আমরা গোরুর মাংস দিয়ে তৈরি কেক দিয়ে তার প্রথম জন্মদিন পালন করলাম। ক্রিশ্চিয়ান যখন কেকটা পেটে পুরছিল, তখন আমরা মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম সে যেন তাড়াতাড়ি কেনিয়ায় পৌঁছোতে পারে।

ঘরে ফেরা

এক সপ্তাহের মধ্যে জর্জের কাছ থেকে 'কেবল' এল। অবশেষে আমাদের যাবার সময় এল। পূর্ব আফ্রিকা বিমান সংস্থা সিংহের ভাড়া হিসাবে কিলো প্রতি উনসত্তর টাকা ধার্য করেছে। আমরা কশাইয়ের কাছ থেকে মাংস-ওজনের দাঁড়িপাল্লা ধার করে এনে একটা গাছের ডালে সেটাকে ঝুলিয়ে দিলাম। ক্রিশ্চিয়ানের পেটের নিচে একটা বস্তা রেখে দেওয়া হয়েছিল। বিলের সাহায্যে তাকে আমরা পাল্লায় তুললাম। ক্রিশ্চিয়ানের ওজন দাঁড়িয়েছে ৭৫ কিলো।

জন্মদিনের দশ দিন পরে তাকে ক্রেটের মধ্যে পোরা হল। ১১ ঘণ্টা পরে নাইরোবি পৌঁছনো যাবে। ডাক্তারের নির্দেশমতো

তাকে মাংসের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়েছিল। যখন তাকে উড়োজাহাজে তোলা হয়, তখন সে আরাম করে ঘুমুচ্ছে। সারাটা পথ সে ওইভাবে ঘুমিয়েই কাটাল।

নাইরোবি পেঁাছে উড়োজাহাজ থেকে নেমে যখন আমরা তাকে ক্রেট থেকে বের করছিলাম, সেই সময় জর্জ এ্যাডামসনও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সারা মুখে দাড়ি। আর সারা শরীরে ছিল পরিশ্রমের ছাপ।

পথে ক্রিশ্চিয়ানের শরীরে কোনো আঘাত লাগেনি, কিন্তু যখন বের করে আনা হল তখন তাকে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

ক্রিশ্চিয়ান খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যদিও সে ঠিকমতো চলতে পারছিল না, তবু সে আমাদের সস্নেহ অভিনন্দন জানাল। জর্জ তাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন এবং মুখে কতকগুলো অদ্ভুত বিচিত্র আওয়াজ করলেন। তারপর ক্রিশ্চিয়ান সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, "বাঃ, দারুণ দেখতে আর বেশ বন্ধু-প্রতিম সিংহটি!"

বিমানবন্দরে পশুশালায় ক্রিশ্চিয়ানকে দু-দিন রাখা হল। এই দুদিনে ওর শরীরের ধকল কেটে গেল। তৃতীয় দিন সকালে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। জর্জের ল্যাণ্ড-রোভারের মধ্যে ক্রিশ্চিয়ান অনবরত পায়চারি আরম্ভ করে দিল। যতদূর চোখ গেল তাতে মনে হল স্থানে স্থানে কতকগুলো কাঁটা গাছ ছাড়া দেশটা সমতল—বৈশিষ্ট্যহীন। লাভার ধুলোয় দমবন্ধ হওয়ার জোগাড়।

সন্ধের সময় আমরা একটা অস্থায়ী আস্তানায় পেঁাছলাম। একটা ছোটো কম্পাউণ্ডে আমাদের তাঁবু পাতা হয়েছিল।

ক্রিশ্চিয়ানকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। ক্রিশ্চিয়ানকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ বাদে আমরা জর্জের কাছে ফিরে এলাম।

"জর্জ, তুমি কি বাড়তি আর একটা বিছানার ব্যবস্থা করতে পারবে?"

"হ্যাঁ,—বোধ হয় পারব।" তিনি দ্বিধার সঙ্গে জবাব দিলেন।

আমরা ক্রিশ্চিয়ানকে আমাদের তাঁবুতে নিয়ে এলাম। সেখানেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হল।

একটা বিছানায় ক্রিশ্চিয়ানকে শোয়ানো হল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। তার মুখে একটা মিষ্টি হাসি লেগে রয়েছে।

জঙ্গলে এইভাবে তার প্রথম রাত্রি কাটল।

পরদিন আফ্রিকার মাটিতে সে প্রথম হেঁটে বেড়াল। উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে হঠাৎ তাকে খুবই বেঁটে দেখাল। প্রত্যেকটি জিনিস মনোযোগ সহকারে দেখতে দেখতে ধীর পায়ে সে হাঁটছিল। আমরা দেখলাম পায়ে কাঁটা ফুটলে দাঁত দিয়ে তা কিভাবে বের করতে হয় সহজাত প্রবৃত্তিগুণে সে চটপট তা-ও শিখে ফেলল। তার গায়ের রঙ এই পরিবেশে কামোফ্লেজের কাজ করবে, একইভাবে সে তা বুঝে নিল।

ওইদিন বিকেলের দিকে আমাদের ক্যাম্পের কাছে ছুঁচলো শিংওয়ালা একটা 'নগোম্বো' (আফ্রিকার একধরনের গোরু) এসে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান তার দিকে সদর্প পদক্ষেপে এগোতে আরম্ভ করল। জর্জ ল্যাণ্ড-রোভারে চেপে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে ছুটে ধরে ফেললেন এবং ধরে নিয়ে এলেন। ক্রিশ্চিয়ান

এখনো এতো অনভিজ্ঞ যে সে খুব সহজেই আহত হতে পারত। জর্জ দুটি জন্তুর মাঝখান দিয়ে গাড়ি চালিয়েছিলেন, এবং 'নগোম্বো' ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। ক্রিশ্‌চিয়ান তার পেছনে ধাওয়া করতে পারত, কিন্তু আমরাই তাকে ধরে রেখেছিলাম। এই নিয়ে জীবনে দ্বিতীয়বার ভয়ঙ্কর হুংকার দিয়ে সে আমাদের সাবধান করে দিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে মুক্ত করে দিলাম

ক্রিশ্‌চিয়ানের রেগে-যাওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক ছিল না।

জর্জ খুব উল্লসিত হয়ে উঠলেন। যে পদ্ধতিতে ক্রিশ্‌চিয়ান স্বভাবধর্ম অনুসারে আত্মগোপন করার জন্যে প্রাকৃতিক বর্ম আশ্রয় করে সচেতনভাবে নিম্নাভিমুখী বাতাসের দিকে অর্ধ-বৃত্তাকারে ঘুরে নগোম্বোকে আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়েছিল, জর্জ আমাদের তা বুঝিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, "ক্রিশ্‌চিয়ান জঙ্গলের জীবনে বেশ খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। তা নিয়ে আমাদের দুর্ভাবনা করার দরকার নেই।"

দূরবর্তী পূর্ব কেনিয়ায় গ্যারিসার কাছাকাছি পরবর্তী শিবিরে পৌঁছনোর জন্যে আমাদের ১৩০ কি.মি. অসমতল পথে পাড়ি দিতে হল। এখন প্রাকৃতিক পরিবেশ তুলনামূলকভাবে অনেকটা বন্ধু-ভাবাপন্ন এবং ভূমিও বেশ উর্বর। শেষ ৩০ কি.মি. উঁচু-উঁচু বাঁশ এবং তালগাছের মধ্যে দিয়ে আমাদের পথ করে নিতে হয়েছিল।

এতোক্ষণে আফ্রিকার জীবন্ত রূপ চোখে পড়ল। আমরা একটা হাতি এবং কয়েকটা জিরাফের দেখা পেলাম।

আমরা একটা গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। গাঁয়ের

লোকগুলো লম্বা এবং সৌম্যদর্শন। তারা ঝুল পোশাক পরেছে, হাতে বালা, গলায় হার।

২০০ মিটার চওড়া তানা নদীর ধারে আমাদের শিবির তৈরি করা হয়েছে। জায়গাটা সবুজ ঘাসে ঢাকা। কাছাকাছি আর একটা স্থায়ী শিবির নির্মাণ করা হচ্ছে। সেখানে আর একজোড়া সিংহ বয় এবং কাতানিয়ার সঙ্গে ক্রিশ্‌চিয়ানও বাস করবে। প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দূরে অ্যাডামসন-বেস-ক্যাম্পে জর্জ তার স্ত্রী জয়ের জিম্মায় তাদের রেখে এসেছেন।

জর্জ জানালেন যে, চার মাসের সিংহী কাতানিয়া। মা-হারা হয়ে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বয় সাত বছর বয়স্ক সিংহ, 'বর্ণ ফ্রি' ছবিতেও ছিল। ১৯৬৫ সালেই জর্জ তার উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

একদিন বয়কে মারাত্মক রকম আহত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবত কোনো মোষের দ্বারা সে আক্রান্ত হয়েছিল। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা তার এক পায়ে একটা লোহার কাঁটা ফুটিয়ে দেন এবং পরবর্তী ন-মাস জর্জ এবং জয় তার শুশ্রূষা করেছেন।

জর্জের সঙ্গে কথা বলতে আমাদের ভালো লাগত। তিনি আমাদের বলেছিলেন যে, প্রথম জীবনে তিনি একজন শিকারী ছিলেন। যখন তিনি বুঝতে পারেন বেশ কয়েক ধরনের প্রাণী প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে, তখন থেকেই তিনি বন্য প্রাণী সংরক্ষণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এলশার মৃত্যুর পর থেকে সিংহদের পুনর্বাসনের কাজে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক যতো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল ততোই বুঝতে পারছিলাম যে আমরা পৃথিবীর একজন

শ্রেষ্ঠ সিংহ-বিশেষজ্ঞ এবং পশুপ্রেমিক মানুষের হাতে ক্রিশ্চিয়ানকে সঁপে দিতে পারছি।

জর্জ বয় এবং কাতানিয়াকে নিয়ে আসার জন্য সাময়িকভাবে আমাদের ত্যাগ করে গেলেন। সে-সময় আমরা চর্ব-চূষ্য খেয়ে এবং সদ্য-কাচানো জামাকাপড় পরে দিনগুলো অনর্থক নষ্ট করলাম। অপদার্থ বিলাসী ভ্রমণকারীদের মতো ক্রিশ্চিয়ানও রোদে না বেরিয়ে তাঁবুর মধ্যে বিছানায় শুয়ে-বসেই কাটিয়ে দিল।

আমোদ-প্রমোদের জন্য জীবনে এই প্রথম সে আমাদের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করল না। আমরা বেড়াতে গেলে সে দলনেতার মতো আমাদের আগে আগে চলত। যখন আমরা নদীতে সাঁতার কাটতাম সে গাছের ছায়ায় বসে থাকত, জলহস্তী এবং বেবুনদের পর্যবেক্ষণ করত।

লোমহর্ষক সাক্ষাৎকার

এক সন্ধ্যায় জর্জ ফিরলেন।

তিনি আমাদের বললেন যে, বয় এবং কাতানিয়াকে নতুন শিবিরে নিয়ে আসা হয়েছে। অন্য সিংহদের সঙ্গে এবার ক্রিশ্চিয়ানের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

সাবধান করে দিয়ে জর্জ বললেন যে, আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে ধীরে-সুস্থে।

তারের বেড়া দেওয়া বড়ো আকারের দুটো উঠোন। তার ভেতর দু-প্রান্তে কয়েকটা কুঁড়েঘর এবং তাঁবু।

আমরা প্রথম উঠোনে প্রবেশ করলাম। ক্রিশ্চিয়ান আমাদের

পায়ে পায়ে ঘুরছিল। তারপর আমরা অন্য দুটি সিংহকে দেখলাম।

কাতানিয়া খুবই ছোটো, নেহাত শাবক বলা যায়। কিন্তু বয় প্রকাণ্ড, ভীষণ রাশভারি, নিশ্চল।

তার দৃষ্টি ক্রিশ্‌চিয়ানের ওপর।

ক্রিশ্‌চিয়ানও সঙ্গে সঙ্গে বয়ের উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে এতোই বিভ্রান্ত আর সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে যে বয়ের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না।

আমরা উঠোনের তারের বেড়াগুলোর কাছে এগিয়ে গেলাম।

গুঁটিসুঁটি মেরে চোখ নামিয়ে আমাদের পা ঘেঁষে ক্রিশ্‌চিয়ানও চলেছে।

হঠাৎ বজ্র গর্জনে 'বয়' তার দিকে তাড়া করে এল।

দুশো কিলোর ওপর ওজন, একটা প্রাপ্তবয়স্ক সিংহ ছুটে এসে তারের বেড়ার গায়ে ধাক্কা মারল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলাম।

হতভাগ্য ক্রিশ্‌চিয়ান মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকল, মাথা নিচু করে গর্‌গর্‌ করতে থাকল।

ক্রিশ্‌চিয়ান খুবই নাড়া খেয়েছে। এই ভেবে সে মর্মে আঘাত পেল যে, পৃথিবীতে সেই একমাত্র সিংহ নয়। আরো মারাত্মক, জীবনে প্রথম যে জাত-ভাইয়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ঘটল সে তার চেয়ে আকারে প্রায় তিনগুণ বড়ো।

পরের আধঘণ্টা ধরে বয় তার ওপর মুহুর্মুহু আক্রমণ চালিয়ে গেল। প্রত্যেকবারই ক্রিশ্‌চিয়ান ভয়ে মিইয়ে যেতে থাকল।

বয়ের কাছ থেকে এরকম ব্যবহারই আন্দাজ করা গিয়েছিল। কেননা, একটা পরিণত বয়স্ক সিংহ তার চেয়ে ছোটো সিংহের কাছ থেকে বশ্যতা ছাড়া আর কীই বা আশা করতে পারে?

দিনের বাকি কটা ঘণ্টা সমস্তক্ষণ ক্রিশ্‌চিয়ান আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় একেবারে আমাদের গা লেপ্‌টে থাকল।

সেই রাত্রে আমরা আমাদের মাঝখানে ক্রিশ্‌চিয়ানের জন্যে বিছানা পেতে দিলাম, কিন্তু বয়ের গর্জনে ক্ষণেক্ষণেই আমাদের ঘুম ছুটে গেল।

পরদিন সকালে জর্জ উঠোনগুলোর মাঝামাঝি যাতায়াতের জন্যে একটা ছোটোখাটো রাস্তা বানিয়ে ফেললেন।

ক্রিশ্‌চিয়ান এবং বয়ের মধ্যে চূড়ান্ত পরিচয় ঘটবে, জর্জ বুঝতে পারলেন, এব্যাপারে কাতানিয়ার মধ্যস্থতা খুব কার্যকরী হবে। সুতরাং বয়কে বাদ দিয়ে তিনি ক্রিশ্‌চিয়ানকে কাতানিয়ার এলাকায় ছেড়ে দিলেন।

যখন জর্জ দু-নম্বর এলাকা থেকে বয়কে সঙ্গে করে বেড়ার পাশ দিয়ে নিয়ে আসছিলেন, তখন ক্রিশ্‌চিয়ান চুপিসাড়ে তাঁদের অনুসরণ করেছিল।

বয় বেড়ার দিকে তাড়া করে গেল, কিন্তু মনে হল এখন তার আক্রমণের ধার অনেকখানি কমে গেছে। বোধ হয় বয়ের খবরদারির বারংবার পুনরাবৃত্তিতে ক্রিশ্‌চিয়ানের খানিকটা একঘেয়েমি এসে গিয়েছিল।

ক্রিশ্‌চিয়ান আগের মতোই গর্‌গর্ করছিল। তারপর হঠাৎ সে মাটির ওপর একটা গড়াগড়ি খেল। এইভাবে সে বয়ের প্রতি

সর্বপ্রথম তার আনুগত্য প্রকাশ করল। বয় তা-ই চেয়েছিল।

যখন আমরা ক্রিশ্‌চিয়ানকে কাতানিয়ার এলাকায় নিয়ে গেলাম তারা মাথা ঠোকাঠুকি করে পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি-অভ্যর্থনা জানাল। বয় ঈর্ষাপূর্ণ চোখে তাদের দিকে চেয়ে থাকল। তারপর আর একবার ক্রিশ্‌চিয়ানকে আক্রমণ করল, কিন্তু তার আর আক্রমণের ইচ্ছা হল না। স্বভাবগত গর্বের জন্যে সিংহ-সমাজে বড়োরা ছোটোদের নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালোবাসে না। কাতানিয়ার বিকল্প মায়ের-ভূমিকায় বয় বোধহয় খানিকটা অস্বস্তিতে পড়েছিল।

কাতানিয়ার তাঁবুতে ক্রিশ্‌চিয়ানকে রেখে এখন বয়কে আমাদের কাছে নিয়ে আসা হল। আমরা নিদারুণ ভয় পেয়ে গেলাম যখন বুঝতে পারলাম বয় আমাদের তাঁবুতে আমাদের সঙ্গে শুতে চায়।

তাছাড়া আমাদের তাঁবুটা আকারে ছোটো। দুজনের বিছানার মাঝখানটায় ২·৫ মিটার লম্বা একটা সিংহ চলাফেরা করছে কিংবা শুয়ে আছে—ভাবতেও যে রক্ত হিম হয়ে আসে।

তার ওপর এক কাণ্ড। হঠাৎ বয় জনের বাঁ-হাতটা তুলে নিল এবং তার প্রকাণ্ড মুখ-গহ্বরের মধ্যে হাতটা চালান করে দিল। জনের প্রতিবাদ-জ্ঞাপক আর্ত চিৎকার শুনে জর্জ মুহূর্তে তাঁবুর মধ্যে মাথা গলিয়ে জিগ্যেস করলেন,

"ও খুবই অসভ্য, তাই নয় কি ?"

আমাদের বাকরোধ হওয়ার দশা, যদিও ইতিমধ্যে জনকে ছেড়ে দিয়ে সবে গুছিয়ে বসেছে।

"মনে হচ্ছে, আপনি বেশ চমৎকার চালিয়ে যাচ্ছেন," খুব ঠাণ্ডা আর নিরীহ স্বরে জর্জ বললেন, "তাহলে আগামীকাল ওকে ক্রিশ্‌চিয়ানের সঙ্গে আবার পরিচয় করিয়ে দেব"

ক্রিশ্‌চিয়ানের জয়যাত্রা

যেখানে তাঁবু ছিল, তার চেয়ে খানিকটা উঁচু জায়গায় বড়ো আকারের সমতল একটা পাথরের চাঁই ছিল।

খুব সকাল-সকাল প্রাতরাশ সেরে দু-দলে বিভক্ত হয়ে আমরা আলাদা রাস্তা ধরে সেই উঁচু পাথরটার দিকে এগিয়ে চললাম। আস্তে আস্তে উঠছিলাম। কেননা আমরা জানতাম দুজনের মধ্যে লড়াই বাধলে ক্রিশ্‌চিয়ানের জয়ের কোনো আশাই নেই।

আমাদের পৌঁছনোর পর বয় এবং কাতানিয়াকে নিয়ে জর্জও হাজির হলেন। ক্রিশ্‌চিয়ানের থেকে মাত্র পনের মিটার দূরে তারা শুয়ে পড়ল। ক্রিশ্‌চিয়ান তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল।

কুড়ি মিনিটকাল আমরা শঙ্কিতভাবে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলাম। দেখে মনে হল ক্রিশ্‌চিয়ান বুঝতে পেরেছে যে প্রথমে আক্রমণ করা তার পক্ষে সুবুদ্ধির কাজ হবে না।

শেষ পর্যন্ত কাতানিয়া ক্রিশ্‌চিয়ানের দিকে এগিয়ে এল। তারা পরস্পর পরস্পরকে নিবিড় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করল। ঠিক সেই মুহূর্তে বয় উঠে দাঁড়িয়ে ক্রিশ্‌চিয়ানকে আক্রমণ করল।

এ এক সঙ্কটকাল। তাদের সম্মিলিত তর্জন-গর্জনে সঙ্কট যেন আরো ভয়াবহ হয়ে উঠল।

তারপর হঠাৎ ক্রিশ্‌চিয়ান গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করল।

সন্তুষ্ট হয়ে বয় কয়েক মিটার দূরে সরে গেল এবং শুয়ে পড়ল।

বয় লড়াই করবে বলেই ধেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মনে হয় দুজনের মধ্যে কোনোরকম শারীরিক সংঘাত ঘটে নি। ক্রিশ্চিয়ানকে দেখেও আহত হয়েছে বলে মনে হল না।

মিনিট দশেক বাদে কাতানিয়া আবার আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করল। এবারও বয় ক্রিশ্চিয়ানকে তেড়ে আক্রমণ করল। ক্রিশ্চিয়ান প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে, মারাত্মকভাবে আহতও হয়েছে। বয় সরে যেতেই, কিছুটা সান্ত্বনা লাভের জন্যে সে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

যদিও এটা মানুষের তৈরি করা একটা পরিস্থিতি, তথাপি এর থেকে একটা প্রাপ্তবয়স্ক এবং একটা অপ্রাপ্তবয়স্ক সিংহের প্রাকৃতিক পরিচয়-ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হল আমাদের। বয়ের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে ক্রিশ্চিয়ান অচেতনভাবে সিংহ-সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েছে।

জর্জ পরে বললেন যে, এ-ব্যাপারে ক্রিশ্চিয়ান নাকি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে।

পরপর কয়েকদিন বয়ের সম্মতি আদায় করার জন্যে ক্রিশ্চিয়ান সাহসভরে বয়ের গায়ে গায়ে ঘুরে বেড়াল। খুব কাছাকাছি এলে বয় তার দিকে তেড়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার আক্রমণে আগের মতো তেমন ধার ছিল না। ক্রিশ্চিয়ান শিষ্যের মতো তাকে অনুসরণ করেছে এবং তার গতিবিধি অনুকরণ করার চেষ্টা করেছে। বয় বসলে সেও বসেছে। বয় যেভাবে শুয়েছে সেও সেইভাবে শুয়েছে।

প্রত্যেকদিন সকালবেলা এই ত্রয়ীকে নিয়ে জর্জ বেরিয়ে পড়তেন।

রোদের তাত অসহ্য হয়ে উঠলে ছায়াময় কোনো জায়গায় বসে জিরিয়ে নিতেন।

বিকেলবেলায় সিংহদের একসঙ্গে থাকতে দেখতাম। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান সবসময় কয়েক মিটার দূরেই থাকত—তাদের সঙ্গে, তবু বেশ-কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে।

গ্যারিসায় আমরা এইভাবে আশ্চর্য এক সহ-অবস্থানের নজির রাখতে পেরেছিলাম। প্রায় প্রতি রাত্রেই তিনটি সিংহই আমাদের তাঁবুতে ঘুমতো। কাতানিয়া আমাদের আঙুলের ডগায় কামড় বসিয়ে দেয় বা কম্বল চুরি করে। ক্রিশ্চিয়ান বিছানার নিচে লুকিয়ে থাকে। আর বয় থেকে থেকে গর্জন করে।

দিনকয়েক পরে বয় যেভাবে জর্জকে অভ্যর্থনা করে, সেভাবে আমাদেরও অভ্যর্থনা জানাল। তার প্রকাণ্ড মাথাটা দিয়ে সে সজোরে আমাদের গা ঘষে দিত। কিন্তু সবসময় সযত্নে সে একটা নায়কোচিত মর্যাদা রক্ষা করে চলত, এবং যা তার ভালো লাগে কেবল তাই করত।*

আফ্রিকার মাটিতে ক্রিশ্চিয়ানের বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। এখন তার লোমগুলো আরো মসৃণ এবং কালো হয়ে উঠেছে। তার থাবাগুলো আরো শক্ত হয়ে উঠেছে। স্বজাতীয় প্রাণীদের সঙ্গে পরিচয়ের উদ্যোগ-পর্বও শেষ হয়েছে। এখন আমরা নিশ্চিন্ত যে এখন থেকে তার নতুন জীবনে সে নিজেকে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। সুতরাং এখান থেকে চিরবিদায়

* দুর্ভাগ্যবশত, ১৯৭১ সালে বয় একটি লোক মেরে ফেলে, বাধ্য হয়ে জর্জকে গুলি করে তাকে হত্যা করতে হয়।

নেওয়ার আগে আমরা কিছুদিনের জন্যে তানজানিয়া এবং কেনিয়া ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম।

দু-সপ্তাহ পরে ফিরে এসে ক্রিশ্চিয়ানকে শিবিরে দেখতে পেলাম না। কয়েক মিনিট পরে সে আনন্দে অধীর হয়ে আমাদের দিকে ছুটে এল। সে আরো সবল এবং সুন্দর হয়ে উঠেছে।

জর্জ জানালেন যে, বয় এখনো পুরোপুরি ক্রিশ্চিয়ানকে মেনে নিতে পারেনি। তবে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

আমরা জানতে পারলাম যে, ওদের দলে আরো দুটি অল্পবয়েসী সিংহ ও সিংহীকে স্থান দেওয়া হবে। জর্জ দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে তাঁবু ছেড়ে কয়েকবার বাইরে গিয়েছিলেন।

সিংহেরা এখনো নিজেদের খাদ্য শিকার করে সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় নি, তাই জর্জকে এখনো তাদের খাদ্য জুগিয়ে যেতে হচ্ছে। তাঁর বিশ্বাস, তারা খুব শীগ্‌গীর আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে।

ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গে মাত্র কয়েকটা দিন কাটানো গেল। কেননা শুভ-বিদায় জানানোর সময় এসে গেছে।

বিদায়ের আগের দিন ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গে নদীর পাড়ে বসে লাল-কমলা রঙের সূর্যাস্ত দেখছিলাম। নতুন জীবনে ক্রিশ্চিয়ান এখন থেকে রোজই এরকম অনেক সূর্যাস্ত দেখবে।

আফ্রিকার প্রকৃতির শান্ততা ও সুষমা আমাদের বিষণ্ণতা অনেকখানি প্রশমিত করল।

কয়েক পুরুষ পরে এবং কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ হেঁটে যে জায়গা থেকে ক্রিশ্চিয়ান পাড়ি দিয়েছিল আবার সেই পুরনো জায়গায় ফিরে যাবে।

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে আমরা আর একবার গ্যারিসায় এসেছিলাম। সন্ধ্যের দিকে জর্জ একটা টিলার ওপর উঠে সিংহদের ডাক দিলেন। আমরা অধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

তিনি আমাদের বললেন—ক্রিশচিয়ান এখন অরণ্যজীবনের সঙ্গে এমনভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে যে মনে হয় সে বুঝি এখানেই জন্মেছে।

আমরা ভেবেছিলাম ঃ ক্রিশ্‌চিয়ান আমাদের চিনতে পারবে না।

হঠাৎ তার আবির্ভাব হল। সূর্যের দিকে পেছন ফিরে সে ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখল। নির্নিমেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকল।

তার কানগুলো আরো বড়ো আর খাড়া হয়ে উঠেছে। ধীর পায়ে সে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। সে এখন ১৫০ কিলোগ্রাম ওজনের একটি অপূর্ব-সুন্দর পূর্ণবয়স্ক সিংহে রূপান্তরিত হ.য়ছে।

প্রায় একশ মিটার দূরে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা ডাকামাত্র সে কাছে ছুটে এল। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে আমাদের কাঁধে থাবাগুলো রেখে সে দাঁড়াল এবং আনন্দে গরগর করতে থাকল। আমরা খুশিতে এবং গর্বে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। প্রচণ্ড উত্তেজনায় সে আমাদের গা চাটতে এবং পায়ে গা ঘষতে শুরু করে দিল।

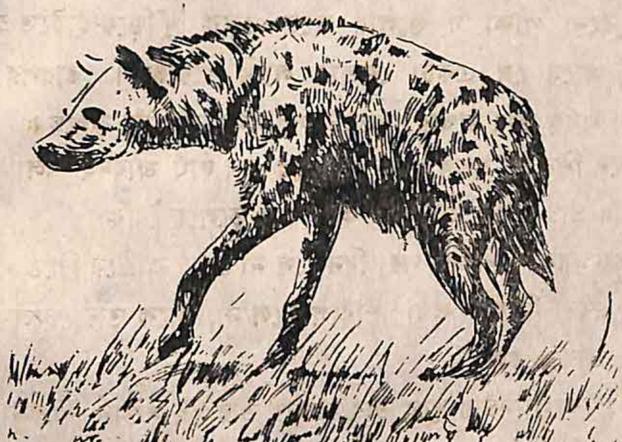
তারপর হঠাৎ-ই তার সমস্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা কোথায় উপে গেল। পেছনের দিকে একবারও না তাকিয়ে সে অন্য সিংহদের সন্ধানে আবার বনের দিকে ছুটে চলে গেল।

হায়েনার রাত্রি

নিস্তব্ধ। নিশ্চল। গতিহীন।

শুধু একটা ঘোলাটে ধূসর চোখে সায়াহ্নের আকাশের দিকে সে তাকিয়ে আছে। আকাশ থেকে শকুনেরা নেমে আসছে। সেদিকেই তার দৃষ্টি। স্থির, অনড়। সে একটা স্ত্রী-হায়েনা। বৃদ্ধা।

অনেকক্ষণ দম বন্ধ করে আপাদমস্তক জলার কাদার মধ্যে ডুবিয়ে শুয়ে আছে সে।



চারপাশে পূর্ব-আফ্রিকার সীমাহীন বিশাল তৃণভূমি। সিংহ, চিতা. হাতি আর হরিণের বিচরণভূমি। লীলাক্ষেত্র।

রক্তিম কুয়াশার ভেতরে সূর্য ডুবে গেল।

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল।

ঝাপটা মেরে গায়ের কাদা-মাটি ঝেড়ে ফেলল।

তার চ্যাপ্‌টা শরীরে অজস্র ক্ষতচিহ্ন। ব্রণ ও বিষফোঁড়া। বন্যজন্তুদের কামড়, সিংহের থাবা এবং আত্মরক্ষায় মরিয়া শিং-ওয়ালা প্রাণীদের শিং-এর দাগ।

তার কান দুটো চেরা এবং ছেঁড়া। সে ডান চোখে দেখতে পায় না। ওই চোখটার ওপরের পাতাটা ওলটানো।

তার জিবটাও কাটা। দাঁতগুলো বেরিয়ে থাকে। সব সময় তার মুখ থেকে কুকুরের খেঁকানোর মতো শব্দ বের হয়।

পুরনো পাকা ঘা-গুলোর জন্যে তাকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। দুদিন আগে সে একটা জেব্রার লাথি খেয়েছিল। তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত তার মাথার ভেতরটা সব সময় ভোঁ ভোঁ করছে।

বনে শিকারী জন্তুর পক্ষে দশ বছর বেশ দীর্ঘ জীবনই বলা যায়। বয়েসের ভার তাকে খানিকটা কাবু করে তুলেছে বৈকি।

এক সময় দিনের পর দিন সে না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু এখন নিজের কথা ভাবলে চলে না, তাকে তার ছেলে-মেয়ের কথাও ভাবতে হয়।

৬৫ কিলোমিটার দূরে তার ডেরায় তার দুই সন্তান—একটা ছেলে আর একটা মেয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তারা এখনো মায়ের দুধ পান করে। তাদের মায়ের দুশ্চিন্তা : খাদ্য না পেলে তার বাঁটে দুধ আসবে না। বাঁটে দুধ না থাকলে সে ছেলেমেয়েকে খাওয়াবে কি?

এবছর শরতের বৃষ্টি আসতে খুবই দেরি হয়েছে। হরিণ এবং জেব্রারা ঘাসের খোঁজে এখান থেকে দূরে দক্ষিণের দিকে সরে গেছে। কাজেই নিজের ডেরার আশেপাশে শিকার মিলবে কি করে? তাই,

দিনের পর দিন শিকারের খোঁজে তাকে হন্যে হয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

দেহটা কুৎসিত হলেও তার পায়ে এখনো যথেষ্ট শক্তি এবং গতি আছে। তার এখনকার নোংরা ইতর চেহারা দেখে কেউ মানতেও চাইবে না যে সে এককালে একজন সত্যিকারের দক্ষ শিকারী ছিল।

সীমাহীন বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে গাঢ় বেগুনি রঙের রাত্রি নেমে আসে। হঠাৎ সে ভীষণ জোরে একটা চিৎকার করে ওঠে। চিৎকারটা নম্র কিন্তু তীক্ষ্ণভেদী। দূরদূরান্ত থেকেও শোনা যায়।

তার সাড়া পাওয়ামাত্র বনের এধার-ওধার থেকে অনেকগুলো হায়েনা সমবেত কণ্ঠে তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। তারা তাদের দলনেত্রীকে জানান দেয়ঃ 'আমরা আছি। আশেপাশেই আছি।'

নিকটবর্তী কোনো খাঁড়ি বা জলার ধারে এক ডজন হায়েনা এতোক্ষণ দলনেত্রীর গলার স্বর শোনার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল।

এই এক ডজন হায়েনা এই বয়স্কা হায়েনা-মহিলাটির সহকারী। শিকারে সেই তাদের নেতৃত্ব দেয়।

শক্তিশালী পুরুষ স্ত্রী যুবক যুবতী এবং তরুণ তরুণী সকলেই তার অধীনতা মেনে নিয়েছে।

দলনেত্রী আকারে বড়ো এবং শক্তিশালী বলেই যে অন্যান্য হায়েনাদের ওপর খবরদারি করার অধিকার পেয়েছে, তা নয়। সব স্ত্রী-হায়েনাই পুরুষ-হায়েনাদের চেয়ে আকারে বড়ো-সড়ো হয়।

আসলে সে খুবই ধূর্ত, দক্ষ ও পারদর্শী শিকারী। হায়েনা-সমাজে তার মতো বুদ্ধি অল্প কয়েক জনেরই আছে। উপরন্তু, তার দাঁতগুলো

তীক্ষ্ণ এবং বর্শার ফলার মতো ধারালো। সুযোগমতো কোনো জেব্রার গায়ে সে যদি একবার কোনোরকম দন্তস্ফুট করতে পারে তাহলে সেই জেব্রার মৃত্যু অবধারিত। অনিবার্য।

অথচ একটা জেব্রার ওজন কম করেও ২৭০ কিলোগ্রাম। আর তার নিজের ওজন বড়ো জোর ৭০ কিলোগ্রাম।

অতিকায় একটা জেব্রার তুলনায় তাকে বামনই বলা যায়।

কিন্তু তার মেধা এবং উপস্থিতবুদ্ধির কোনো জবাব নেই। পূর্ব রাত্রির তুলনায় প্রতি রাত্রে নতুন নতুন আক্রমণ শানিয়ে তোলার আশ্চর্য কৌশল ও উদ্ভাবনী শক্তিতে সে অন্যান্য হায়েনাদের ক্রমাগত অবাক এবং হতবুদ্ধি করে তোলে।

এখন সে একটা শুকনো নালার ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছে। পেছনে পেছনে যুদ্ধরেখা বরাবর তাকে অনুসরণ করে চলেছে সহযোগী হায়েনারা। চিতার গর্জন এবং বেবুনের চিৎকার কিছুই তারা গ্রাহ্য করছে না।

চাঁদ উঠেছে। দলনেত্রীর ভালো-চোখটাতে তার রুপোলি আলো ঝিলিক দিচ্ছে।

হঠাৎ কী এক আবেগের তাড়নায় দলনেত্রী বিদ্যুৎ-বেগে ছুটতে থাকে। তার তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়ে নিশ্চয় কোনো আওয়াজ প্রবেশ করেছে।

মুহূর্তে সে সর্বাঙ্গের সমস্ত আড়ষ্টতা ঝেড়ে ফেলল। শিরার ভেতরে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে। এখন আবার নতুন করে সে তার হারানো আত্মবিশ্বাস ও মনোবল ফিরে পেয়েছে।

জেব্রার পায়ের শব্দ। খুব কাছে। হায়েনার দল সচকিত হয়ে ওঠে।

জেব্রারা অনায়াসেই ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ছুটতে পারে। আগে আগে ছোটে একটা পুরুষ-জেব্রা, তার পেছনে পেছনে স্ত্রী-জেব্রারা।

হায়েনারা বেগ না বাড়িয়েই ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ছুটতে পারে। জেব্রাদের গতিবেগ অতিক্রম করা তাদের পক্ষে কোনো কঠিন কাজই নয়।

ব্যূহবদ্ধ এবং অবরুদ্ধ অবস্থায় পুরুষ জেব্রারা ঘুরে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কানগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে। তারা বন্‌বন্ করে পাক খেতে থাকে, মুহুর্মুহু লাথি ছোঁড়ে, কামড়াতে যায়।

ছুশো ক্ষুর তৃণভূমির ঘাসগুলোতে মুহূর্তে তছনচ করে দেয়। সামনে পুরুষ, পেছনে স্ত্রী-জেব্রারা।

তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে, চিৎকারে, উত্তেজিত হায়েনাদের তীক্ষ্ণ ও কর্কশ কণ্ঠস্বরে রাতের স্তব্ধতা খানখান হয়ে ভেঙ্গে যায়।

হঠাৎ একটা যুবক-হায়েনা কোনো ক্রুদ্ধ জেব্রার লাথি খেয়ে আড়াআড়ি ছিটকে পড়ে। মৃত্যুপথযাত্রী সেই হায়েনার গোঙানি শুরু হতেই আর সব ক্রুদ্ধ ও উন্মত্ত জেব্রা-জনতা সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বৃদ্ধা দলনেত্রী এই আকস্মিক বিপর্যয়ে বেশ-খানিকটা মুষড়ে পড়ে। তার অটুট মনোবলে চিড় ধরে। অভিযানের শুরুতে যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে সে যাত্রা করেছিল সেই অদম্য আত্মবিশ্বাস অনেকটাই উপে যায়।

সঙ্ঘবদ্ধ পরিকল্পিত প্রাণঘাতী আক্রমণের চেষ্টা এভাবে ব্যাহত হওয়ায় সে প্রমাদ গোণে, দ্রুতগতিতে হাঁফাতে থাকে, ঘুরে দাঁড়ায়।

হঠাৎ তার এই পশ্চাৎ-অপসরণে সহযোগী হায়েনারাও ভীষণ দমে যায়। ধোঁয়াটে সাদা ধুলোর ভেতর থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তারা বেরিয়ে আসে, নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়ে, এবং সশব্দে হাঁফাতে থাকে।

রাত্রির বাতাসে এখন তাদের সমবেত ভারি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

দলনেত্রী হায়েনার জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায়—এমন কি যৌবন-কালেও, এরকম তিন-তিনটে অভিযানের মধ্যে মাত্র একটি অভিযান সফল হয়েছে। সমস্ত তৃণভূমি জুড়ে যখন খরা বা কোনো সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তখন এক ডজন অভিযান থেকে মাত্র একজনের আহার্যও সংগ্রহ করা যায় না।

অন্য সময় হলে সে আরো একবার নতুন করে আক্রমণ শানানোর চেষ্টা চালাত। কিন্তু তার দলের সদস্যরা ক্ষুধায় এবং ক্লান্তিতে অবসন্ন। এই অবস্থায় তারা—বিশেষ করে তরুণ হায়েনারা কোনো নতুন অভিযানের ঝুঁকি নিতে আর উৎসাহী নয়। সে নিজেও খুব ক্ষুধার্ত। শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। আর দাঁড়াতে পারছে না। হঠাৎ সে শুয়ে পড়ল।

একটা ঘণ্টা নিঃশব্দে কেটে যায়।

হঠাৎ একসময় দূর থেকে একটা চিৎকার শোনা যায়। ক্ষুরের আওয়াজ, ক্রুদ্ধ গর্জন, ছুটোছুটি এবং হুটোপুটির শব্দ শুনে তার বুঝতে

কষ্ট হয় না যে তার সহযোদ্ধা হায়েনারা কোনো একটা বন্যজন্তুকে দলছাড়া করে পাকড়াও করেছে এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে পিছু ধাওয়া করেছে।

মুহূর্তে সে উঠে দাঁড়ায় এবং ক্ষিপ্র গতিতে ছুটতে থাকে।

সোনালি চাঁদ একখানা কালো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

অভিজ্ঞ নেত্রী সঙ্গে সঙ্গে গতি মন্থর করে।

কেননা, কোনো বন্যজন্তুই উঁচু-নিচু ঢিবি, কিংবা শেয়াল, হায়েনা বা অন্য জন্তুর তৈরি-করা গর্তের ওপর দিয়ে দ্রুত গতিতে ছোটায় নিরাপত্তা বোধ করে না। এসময় ভুলক্রমে যদি একটা বেজির গর্তেও পা হড়কে যায়, তাতেও একখানা পায়ের হাড় ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং সে সাবধানে ছুটতে থাকে।

ইতিমধ্যে আক্রান্ত বন্যজন্তু—বুনো ষাঁড়টা, দুপাশে এক ডজন হায়েনা—হঠাৎ মরিয়া হয়ে নদীর কালো জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে হায়েনারাও জলে নেমে পড়ে।

কিন্তু দলনেত্রী কুমিরের ভয়ে জলে ঝাঁপ না দিয়ে খানিকটা পিছিয়ে আসে।

জলের মধ্যে কামড়া-কামড়ি, ছেঁড়াছেড়ি, চিৎকার-চেঁচামেচি।

পেটের মধ্যে নাড়িগুলো খিদেয় টনটন করে ওঠে। সেও একটা ঝাঁপ দেবে নাকি? মরণ-ঝাঁপ!

হঠাৎ দেখাগেল, প্রাণ-বাঁচানোর তাগিদে জল থেকে উঠে আসার জন্য আর্ত হায়েনাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

হ্যাঁ, কুমির। অনেকগুলো কুমির।

এক মুহূর্তের জন্য বুনো ষাঁড়টার মাথা জলের ওপর ভেসে উঠল। তারপর প্রচণ্ডভাবে একটা পাক খেয়ে সে জলের গর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনিশ্চিত, আগের চেয়ে আরো বেশি ক্ষুধার্ত দলনেত্রী হঠাৎ মাটির ওপর পড়ে যায়।

দুপুর-রাত্রি আসে। আবার চলে যায়। সে ঘুমায়। এতো পাতলা ঘুম তার যে, দিনের বেলায় আকাশ থেকে শকুনের নেমে আসার শব্দেই তার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

তার শৈশবে তার মা শিকার করত। তখন তাকেও দিনের পর দিন শুকিয়ে থাকতে হয়েছে।

একবার একটা পুরুষ-হায়েনা তাদের ডেরায় ঢুকে পড়ে। তখন তাদের মা শিকারে বেরিয়েছে। গর্তের মধ্যে ঢুকে হায়েনাটা তার এক ভাই আর এক বোনকে খেয়ে ফেলে। সে গর্তের ভেতর আরো গভীরে সেঁধিয়ে গিয়ে তবে সে-যাত্রায় রক্ষা পায়।

এইমাত্র একটা সিংহের ভারি পদশব্দ শুনে সে জেগে গেল। এখন পুরোপুরি সতর্ক এবং সাবধান সে। তবু পুরনো একটা ঘটনা মনে পড়ায় তার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি এসে যায়।

একবার একটা সিংহ-পরিবার তার ডেরার ঠিক ওপরে একটা কৃষ্ণসারকে হত্যা করে। তখন ডেরায় ছিল তার এক ছেলে আর এক মেয়ে। একেবারেই শিশু তারা। কৃষ্ণসারটাকে খেয়ে শেষ করতে সিংহদের প্রায় পাঁচদিন লেগেছিল। নিরুপায় এবং বাধ্য হয়ে সিংহদের ছায়া বাঁচিয়ে বেশ-খানিকটা দূরে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে

থাকতে হয়েছিল তাকে। তার ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয় ও নীরব দর্শকের ভূমিকা। কৃষ্ণসারটাকে শেষ করে সিংহেরা তার ডেরায় হানা দিল। নিজের জায়গায় অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তার ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়ের কান্না শুনেছে। একসময় তাদের কচি গলার কান্না স্তব্ধ হয়ে গেছে—সিংহদের পেটে গিয়ে তারা সবাই খিদের জ্বালা জুড়িয়েছে। মা হয়েও তাদের সে রক্ষা করতে পারে নি।

অনেকদিন সিংহেরা তাকে ক্রুদ্ধ এবং সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। তবু পেটের জ্বালায় প্রায়শ সে তাদের অনুসরণ করেছে, ৫০ থেকে ৬০ ঘণ্টা অপেক্ষা করে থেকেছে যদি তাদের ভুরিভোজের পর মৃত বন্যজন্তুর দেহের এক আধটুকরো মাংস বা হাড় তার ভাগ্যে জুটে যায়।

হায়েনাদের চোয়াল খুবই শক্ত। তারা চুষে হাড়ের ভেতর থেকে মজ্জা বের করতে পারে। সিংহেরা হাড় খায় না। কিন্তু হায়েনারা চামড়া, মাথার খুলি, মূত্রাশয়, ক্ষুর—সবই হজম করতে পারে। হায়েনা ছাড়া অন্যান্য শিকারী পশুরা খাদ্য হিসেবে এগুলোর কোনোটাই পছন্দ করে না।

মন্থরগামী সিংহের পদশব্দ কানে আসে। সিংহটি নিঃসঙ্গ।

এখন যদি সে শিকার করে, এই সুযোগে তাকে আক্রমণ করা যায়।

শব্দটা অনুসরণ করে সে এগিয়ে যায়।

এখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার সময় নেই। দিনের আলো ফুটতে মাত্র আর ঘণ্টা দুয়েক বাকি।

তার বাঁটে দুধ নেই। ইতিমধ্যে পরপর দুদিন তার ছেলেমেয়ে দুটো উপোষ দিয়েছে। কিছু একটা করা দরকার। একটা ঝুঁকি নিতেই হয়।

একঘণ্টা ধরে সে সিংহটার পেছনে পেছনে হেঁটে চলল। ক্যাণ্ডেলাব্রাশ গাছের ভেতর দিয়ে, ঘন ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে, নিঃশব্দে।

হায়েনারা এসে তার পাশে ভিড় করে দাঁড়াল। তার গা-টা শুঁকে কি পরখ করল, তারপর নিঃশব্দে সরে গেল। দূর থেকে হায়েনাদের খ্যাঁকানি কানে আসছে। তারা শিকারের পেছনে তাড়া লাগাবার জন্যে তাকে ডাকছে। কিন্তু সে বিপথগামী হতে রাজী নয়।

তারপর পায়ের শব্দ একেবারে থেমে গেল। কান উঁচিয়ে, লেজ নাড়িয়ে সেও দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা জেব্রার ভয়ার্ত স্বর কানে এল। কিছুক্ষণের নীরবতা।

আবার একটা ভয়ার্ত চিৎকার। ক্রুদ্ধ দাপাদাপি, প্রচণ্ড সংঘাত, তারপর উচ্চকণ্ঠ আর্তনাদ।

সংকেত পেয়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। আর্তনাদ থেমে গেছে। সিংহের দাঁতগুলো এখন জেব্রাটার নাকটা খিমচে ধরেছে। অতিকায় জানোয়ারটা হাঁসফাঁস করছে।

অন্ধকার থেকে আরো অনেকগুলো হায়েনা বেরিয়ে এল। নিঃশব্দে সিংহটাকে এবং তার শিকারটিকে ঘিরে দাঁড়াল তারা।

নেত্রী-হায়েনা দ্রুত অধৈর্য হয়ে পড়ল। লোম খাড়া করে, লেজটা বেঁকিয়ে সে ধীরে পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগল। তার

খ্যাঁকানি, ক্রুদ্ধ গ্‌রগর্‌ শব্দ এবং গর্জন কিছুই গ্রাহ্য করছেনা সিংহটা।

সে হুলো বেড়ালের চেয়ে মিটার-তুই ছোটো, তীক্ষ্ণ এবং ধারালো দাঁতগুলো বের করল। সিংহটা গম্ভীর গলায় তাকে একটা ধমক দিল। সে সিংহের অনেকটা কাছে পৌঁছে গেছে। সিংহটা উঠে দাঁড়াল। তৎক্ষণাৎ সে তীরবেগে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে জেব্রার দেহ থেকে এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিল। সিংহটা ততক্ষণে একটা থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে মুহূর্তে বোঁ করে ঘুরে আড়াআড়ি অনেকটা দূরে সরে পড়েছে।

তার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য হায়েনারাও কাছে এগিয়ে এল। তাদের সম্মিলিত চিৎকার কানে তালা ধরে যাওয়ার জোগাড়।

যে-ই সিংহটা নেত্রী হায়েনার দিকে ধেয়ে গেল, তৎক্ষণাৎ এক ডজন হায়েনার প্রত্যেকে বেশ খানিকটা করে মাংস খুবলে নিয়ে মুখে পুরে ফেলল।

সিংহটা চক্রাকারে ঘুরে তাদের তাড়া লাগাল। এই সুযোগে নেত্রী হায়েনাটা কষে সিংহটার পায়ে একটা কামড় বসিয়ে দিল।

সিংহটা গর্জন করে উঠল, এবং একটা হায়েনাকে ধরে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করে ফেলল। তারপর সে মৃত হায়েনাটাকে মুহুর্মুহু আক্রমণ করতে লাগল। আর অন্যান্য হায়েনারা দাপাদাপি চিৎকার চেঁচামেচি খ্যাঁকানিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল।

বারবার শূন্যে আস্ফালন করে সিংহটা খানিকটা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। হায়েনারা কামড়ে কামড়ে তাকে অস্থির করে তুলল। সিংহের পা বেয়ে

রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ, সামনে ২০টি হায়েনাকে দেখে, সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল।

পনের মিনিটের মধ্যে জেব্রাটাকে গোগ্রাসে গিলে নিঃশেষ করে ফেলল হায়েনাগুলো।

ঘাসের উপর দিয়ে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুব আকাশ লাল হয়ে উঠল। রাত্রিচর প্রাণীদের চিৎকারে চরাচরের নৈঃশব্দ্য ভেঙ্গে খান্‌খান্‌ হয়ে যাচ্ছে। নেত্রী-হায়েনা আবার তার কর্দমাক্ত জলায় ফিরে এল। তার মুখে জেব্রার এক তাল মাংস।

সে এই মাংস হজম করবে, দুধ তৈরি করবে, তারপর দ্রুতবেগে ফিরবে তার ডেরায়। বাচ্চাদের দুধ দেবে।

নির্জন ধূসর চোখে সে লক্ষ্য করে ঃ ক্রমাগত লাফিয়ে লাফিয়ে সোনালি আকাশে উঠে যাচ্ছে সূর্য। দেখে ঃ শকুনেরা অস্থিরভাবে পাক খেতে খেতে উড়ে যাচ্ছে আকাশে।

রাত্রির ভয়াবহ বিঘ্ন কেটে গেছে। এখন দুচোখ ভেঙ্গে ঘুম আসছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে ঃ সে তার যৌবন ফিরে পেয়েছে আবার।

ফ্রাঙ্কলিন রাসেলের 'নাইট অফ হায়েনা'র স্বচ্ছন্দ ভাষান্তর।